# জিব্রাইলের সাথে আল্লাহ্'র ঘর পরিদর্শণ

বনি আমিন

অস্ট্রেলিয়াতে বাঙ্গালী কমিউনিটির প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় সিডনী শহর থেকে একটু দুরে সেফটন নামক একটি এলাকায়। যদ্দুর জানা যায় উক্ত এলাকাতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার মুল রুপকার ও উদ্যোক্তা ডঃ মাওলানা রাশেদ রশিদ ছাড়া এখনো কোন বাঙ্গালী পরিবার বাস করেনা। তবে রাশেদ পরিবার ব্যতিত বাকী যে দু'একটি পরিবার সেফটনের আশে পাশে আছে তারা হাউজিং এর আবাসনে থাকছে।

বাঙ্গালী না থাকা সত্তেও কেন সেফটনে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? ইমামগুলো বেঈমানী করবে জেনেও ওমর অথবা কাসেমীর মত সুযোগ সন্ধাণীদেরকে কেন মসজিদের জন্যে স্পন্সর করে আনা হয়েছিল? কারা এনেছিল? কি প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছিল? সর্বাঙ্গে মন্দ জানা সত্ত্বেও প্রতিবারই কিছু খারাপ লোককে কার্যকরী কমিটিগুলোতে কেন নেয়া হয়? কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত লোকগুলোর পুলিশ ভেরিফিকেশন সহ দেউলিয়াপনা এবং ক্রেডিট রেকর্ড কেন চেক করা হচ্ছেনা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বড়ই জটিল, বিতর্কিত এবং দীর্ঘ। পরকাল অথবা বেহস্ত-দোজখ বলে যদি সত্যি কিছু থাকে তবে একমাত্র আল্লাহ্-মালিক উক্ত বিষয়টি 'হাসরের ময়দান'এ যাচাই করবেন। তাই এই বিষয়গুলো আলোচনা করে আমি রিস্ক নিতে চাইনা। কারন যদি কেয়ামতের পর সত্যি হাসর-নসর অথবা জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছু থাকে তাহলে আমার অবস্থা তখন কি হবে? আমি জাহান্নামবাসী হতে চাই না। চিরযৌবনা হুর-পরীদের রুপে অবগাহণ করে জান্নাতে দুধের নদীতে প্রতিদিন সাঁতার কাটার একটা প্রবল আকাঙ্খা শৈশবকাল থেকেই আমার আছে। তবে বকধার্মিক অথবা 'হিপোক্রীট' পাজি হাজীদের অভিশম্পাতে যদি সত্যি আমাকে নরকবাসী হতে হয় তাহলে শেষ ভরসা হিসেবে সেখানে অন্তত চিত্রনায়িকা ঐশ্বরিয়া, ক্যাটরিনা, কেট উইন্সলেট, মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা অথবা দিল্লির সম্রাট ইলতুৎমীসের কন্যা সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়ার মত সুন্দরীদেরকেও আমি পেয়ে যেতে পারি। আর অবসরে নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা, প্রেসিডেন্ট আল্হাজ এরশাদ, সাদ্দাম, চেঙ্গিস খাঁ, নাদের শাহ্ ও জর্জ বুশ সহ আরো অনেকের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে। যাহোক মুল কথায় আসি - -

বাংলাদেশীদের প্রতিষ্ঠিত উক্ত মসজিদটির আশ-পাশ ঘিরে মুলত আরবীয় বংশদ্ভুত মুসলমানরাই বাস করে। বিভিন্ন ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হয়ে উক্ত মসজিদটি আমরা তাদের জন্যই সেখানে বানিয়েছি। দুরত্ব এবং নানাবিধ কারণে বাংলাদেশীরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দুরে থাক এমনকি ছোট হজ্ব (জুম্মার নামাজ) পালনের জন্যেও সেফটনে যায় না। তবে কার্যকরী কমিটির নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে নির্বাচনপ্রার্থী দু-একজনকে জুম্মাবারে দেখা যায়। বাংলাদেশীদের অনীহা এবং গরহাজিরার কারনে গোড়া থেকেই আরবীয়রা ধীরে ধীরে নামাজ সহ মসজিদটির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে যায়। বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক। ধরুন হাবিল-কাবিল তারা দু'ভাই। তাদের বাড়ী থেকে অনেক দুরে তারা নমরুদ নামক একজন ব্যক্তির বাড়ীর গা ঘেঁষে আম, কাঁঠালের বাগান করে। প্রতিবেশী নমরুদ যতই ভালো হোক না কেন অন্যের বাগানের পাশে নিজের বাড়ী হওয়ার কারনে সে কিছু 'বেনিফিট' নিতে চাইবে। আর হাবিল-কাবিল দু'ভাইয়ের মধ্যে যদি কোন কোন্দল লেগে যায় তাহলে-তো নমরুদের 'পোয়া-বারো'।

দেশে থাকতে নানা কারণে এদেশে আসা অনেকের হয়তবা লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি, যারফলে তাদের জ্ঞানের গভীরতাও কম। তবুও প্রবাসে এসে অন্ততঃ ডিস্কোভারী চ্যানেল এর মত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগ তাদের হয়। সেরকম কোন টিভি ডকুমেন্টারীতে তারা হয়ত দেখবেন, যখন দুটি সিংহ তাদের শিকার করা পশুর ভাগ নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত ঠিক তখনি মাঝ থেকে হায়েনা এসে

শিকারটি নিয়ে চম্পট দেয়। উক্ত সুযোগটি নিতে হায়েনার কোন তকলিফ হয়না। বিষয়টি সরল-সোজা এবং তা বোঝার জন্যে পাটিগণিত বা বীজগণিতের মাথাভাঙ্গা সুত্রগুলো জানতে হয়না।

বর্তমানে বিবাদমান বাংলাদেশী দুপক্ষের সাথে আলোচনা করে বোঝা যায় যে তারা উভয় পক্ষই মসজিদ এলাকায় বসবাসকারী দু-একটি ভয়ঙ্কর ও দাগী আসামী আরবীয় পরিবারের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন। আরবীয় কমিউনিটির দুষ্ট চক্রটি উক্ত মসজিদটিকে বাংলাদেশী দেওয়ানী আইনের সেই 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে ধীরে ধীরে দখলে নিয়ে নিচ্ছে। আমি ব্যক্তিভাবে প্রচন্ড আল্লাহভক্ত। তবে আল্লাহভীরু বা নামাজি নই, এবং হতেও চাইনা। তবুও মসজিদের বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবায়। আমি ভাবি কীভাবে মসজিদটি ঘিরে বাংলাদেশীদের সমাগম বা চঞ্চলতা বাড়বে। কি করলে বাংলাদেশীরা সেফটন এলাকাতে যেতে বাধ্য হবে, ইত্যাদী। এমনি ভাবনার একরাতে গভীর নিদ্রায় যখন আমি মগ্ন তখন স্বপ্নে দেখলাম আমার বাড়ীর সদর দরোজায় একজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে। সৌম্য মুর্তি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা তার। পরনে সফেদ পাজামা, গায়ে আজানুলম্বিত জুব্বা, হাতে ছড়ি, মাথায় লেজওয়ালা সাদা পাগড়ী, তলপেট অবদি মুখভরা সাদা দাঁড়ি। তার চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জোতি। আমি জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি। আগন্তুকের পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি আমার মনের কথা বুঝে ফেললেন। বল্লেন 'আমি জিব্রাইল'। আমি তার কথায় হেসে উঠি, বল্লাম 'আমার কাছে-তো আজরাইল অথবা মোকার্‌রম ফেরেস্তা (ইবলিশ) আসার কথা, জিব্রাইল আসবে কোন দুঃখে।' কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমাকে বল্লেন 'চলুন আমার সাথে'। বল্লাম, কোথায়? তিনি বল্লেন 'গত কয়েকমাস আগে কর্ণফুলিতে আপনার একটি লেখা পড়ে আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন আপনার সাথে দেখা করতে।' আমি এবার ভয় পেলাম, ভাবলাম বেটা ধোকা দিয়ে যদি আমাকে আসমানে তুলে নিয়ে যায়! যদি আর ফেরত না পাঠায়! আমার দ্বিধান্বিত মন যখন দোল খাচ্ছিল তখন জিব্রাইল ধীর পদে আমার দিকে এগিয়ে আসে। তার আলখেল্লাতে আবৃত করে আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরতেই মুহুর্তে বোরাক বেগে কোথায় যেন আমরা উড়ে যাই।

তার আলিঙ্গান থেকে মুক্ত হয়ে দেখি আমরা দুজন গীর্জা-মার্কা একটি ভবনের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে। বুঝলাম পৃথিবীতেই আছি, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। দেখলাম চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, সবাই বাংলাদেশী, কোন আরবীয় অথবা অস্ট্রেলিয়ান নেই। জিব্রাইল চাচাকেও ভীড়ের মধ্যে দেখছিনা। প্রথমে মনে হচ্ছিল আমি যেন ঢাকার এ্যামেরিকান এ্যম্বাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পরে বুঝলাম আমি সিডনীতেই আছি এবং সেফটন মসজিদের সামনেই। যাক বাবা বাঁচা গেল, বেশী দুরে তিনি আমাকে নিয়ে যাননি। দেখলাম মসজিদের ডান পাশের বাড়ী (মস্ক্‌-প্রপার্টি) থেকে মানুষের একটি দীর্ঘ লম্বা লাইন রাস্তা অবদি নেমে গেছে। সবার হাতে কাগজ-পত্তর অথবা পাসপোর্ট। বাইরের আঙিনায় দেখলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত দু'একজনের কাছে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। লোক সমাগম এবং তার আগমন হেতু জিজ্ঞেস করলাম। বললো ওরা ভিসা, পাসপোর্ট রিনিউ সহ বিভিন্ন কাজে কনসুলেটে এসেছেন। আমি বল্লাম বাংলাদেশী কনসুলেটতো তামিল ঘেরা হোমবুশ বাজারে! রাষ্ট্রদুত বিনয়ের সাথেই বল্লেন গত কয়েকমাস হলো বাংলাদেশ এ্যাম্বাসী প্রথমবারের মত একটি বুদ্ধিদিপ্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘরের টাকা ঘরে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদ কমিটির কাছ থেকে উক্ত ঘরটি ভাড়া নিয়েছেন। তাদের কন্সুলেট অফিস হোমবুশ থেকে এখানে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার অর্ধবেলা এবং শনিবারে পুর্ণদিবস এখানে কন্সুলেট বসে। শুক্রবারে ভীড় হয় বেশী, কারন পাসপোর্ট ও ভিসার কাজ সারতে এসে অনেকে একই সাথে মসজিদে জুম্মার নামাজও পড়ে যায়। রাষ্ট্রদুত আজ কন্সুলেটের কাজ নিজ চোখে পরিদর্শন করতে এসেছেন এবং ক্যানবেরায় ফেরার আগে মসজিদে নামাজও পড়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলাম সপ্তাহের বাকী দিনগুলো অন্য ঘরগুলোতে কী হয়? তিনি বললেন, কন্সুলেটের রুমটি তালাবদ্ধ রেখে বাকী রুমগুলোতে বাংলাদেশী শিশুদের জন্যে 'বাংলা স্কুল' চালানো হয়। আর প্রতি রবিবার সকালে

মসজিদের ভেতরেই একজন বাঙ্গালী ইমাম দিয়ে 'কোরান শিক্ষা'র ক্লাস চলে। তার কথাগুলো শুনে আমার ভালোই লাগছিল। ভাবলাম এদ্দিন পরে বুঝি বাংলাদেশ দুতাবাস এবং মসজিদ কমিটির লোকগুলোর সুমতি হলো। আমি রাষ্ট্রদুতের সাথে কথা বলার ফাঁকে ভেতরে-ভেতরে জিব্রাইল চাচাকেও খুঁজছিলাম। ঘাড় ফিরে দেখি তিনি ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার এ সুঠাম দেহ ও কিম্ভুৎকার পোশাক দেখে আপনাকে কেউ 'লেবানীজ' বা 'এ্যারাবিয়ান' বলে জিজ্ঞেস করেনি? মুচকি হেসে তিনি বল্লেন 'আমি আগুনের তৈরী, অদৃশ্য। আপনি ছাড়া আমাকে এখানে আর কেউ দেখতে পাচ্ছেনা, এমনকি শুনতেও।' লক্ষ্য করলাম আমার সামনে দাঁড়ানো রাষ্ট্রদুত সত্যি-সত্যি আমাদের দুজনের কথপোকথন কিছুই শোনেননি। কয়েক মুহুর্তপর রাষ্ট্রদুত হাত মিলিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, বল্লেন দেশ থেকে ডাক এসেছে, আগামীতে আর দেখা নাও হতে পারে। তাই যাওয়ার আগে তিনি নিজ উদ্যোগে কমিউনিটির জন্যে এই মহৎ কাজটি করে গেলেন।

জিব্রাইল চাচাকে অনুসরন করে আমি মসজিদের অনতিদুরে রাস্তা পার হয়ে একটি কাঠ-বাদাম গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে একই সাথে মসজিদ ও কনসাল ঘরটি দেখা যায়। আমি জিব্রাইল চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম 'আল্লাহ কি আমাকে এই মামুলি বিষয়টি দেখানোর জন্যেই আপনাকে এ অসময়ে (নিশিরাতে) পাঠিয়েছে?' তিনি বল্লেন 'বিষয়টি মামুলি হলেও আমি চাই আপনি আপনার হতভাগা বাঙ্গালীকে আপনার কলমের ডগা দিয়ে একটু নছিহত করুন।' তার কথা শুনে আমার চক্ষু চড়ক, কিসের নছিহত! কিসের হেদায়েত! যে কমিউনিটিতে ঘরে-ঘরে প্রতিনিয়ত নেতা জন্ম হয়, আবার নেতা হওয়ার জন্যে যত্র-তত্র ছাত্রশুন্য বাংলা স্কুলগুলো তৈরি হয়, পাড়ায়-পাড়ায় বিভিন্ন সংগঠন গড়ে পুনরায় তা ভেঞ্জে টুকরো করা হয়, নিজেরা মারামারি করে এবং প্রয়োজনে অন্য কমিউনিটি থেকে 'গুন্ডা' ভাড়া করে প্রতিপক্ষকে আক্রমন করে, তাদেরকে কে সংশোধন করবে!!!

জিব্রাইল চাচা বললেন, 'দেখুন সেফটন মসজিদ এলাকাতে যদি সত্যি বাংলাদেশীদের সমাগম বাড়াতে হয়, তাহলে এমন কিছু করুন যাতে কেউ আসতে না চাইলেও যেন তাদের আসতে হয়। হোমবুশ থেকে বাংলাদেশ কনসুলেট স্থানান্তর করে তা মসজিদ সংলগ্ন ঘরটিতে চালু করুন। তাতে মসজিদেরও একটি নিয়মিত আয় থাকবে এবং নিজেদের অর্থ নিজেদের পকেটেই রয়ে যাবে। বাংলাদেশীরা অন্তত ভিসা, পাসপোর্ট সহ আনুষঞ্জিক অন্যান্য কাজে তখন সেফটনে না এসে পারবেনা। আর তাছাড়া মসজিদকে ঘিরে বাংলা স্কুল এবং কোরআন্ শিক্ষার মক্তব চালু করলে উক্ত এলাকাতে বাঙ্গালীদের আনাগোনা বাড়বেই। ধীরে ধীরে স্থানীয় আরবীয়রাও আপনাদেরকে আর অসহায় বা বিচ্ছিন্ন মনে করবেনা। আপনাদের সমাগম দেখলে তারা আর হুমকী দিতে সাহস পাবেনা। উদাহরন হিসেবে আপনি আপনার ল্যাকেম্বার অবস্থাই দেখুন না। যেখানে বছর কয়েক আগেও লেবানীজরা বাংলাদেশীদেরকে নেড়ী কুকুর দেখার মত বিরক্ত হয়ে যখন-তখন পেটাতো। এখন দেখুন, দিনে দিনে আপনাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাগম বেড়ে যাওয়াতে তারাও কেমন সাবধান হয়েছে।' দুজনে কথা বলতে বলতে কোন সময় যে পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। জিব্রাইল চাচা তার হাতের 'ডিজিটাল ঘড়ি'টার দিকে তাকিয়ে বললো, তাকে এক্ষুনি ফেরত যেতে হবে। তিনি আমাকে পুনরায় মুহাব্বতের সাথে আলিঙ্গান করে জড়িয়ে ধরলেন। তার আলিঙ্গান থেকে মুক্ত হয়ে দেখি আমি পুনরায় আমার বিছানায়। চোখ রগড়ে বিছানা ছাড়তে-ছাড়তে মনে হলো জিব্রাইল চাচা স্বপ্নে আমার ট্যু'র গাইড হয়ে যা দেখালেন তা যদি সত্যিকারার্থে বাস্তবায়িত হয়, কেমন হতো?! কিন্তু বাস্তবে এমন উদার মন কার আছে? কার বুকে এত সাহস আছে? কে আছে এমন 'নামাজী' ব্যক্তি যে স্বার্থহীনভাবে আল্লাহ্র ঘরের জন্যে কাজ করবে?

---

## মসজিদের আত্মকথা পড়তে এখানে টোকা মারুন

---

প্রতিবেদকঃ বনি আমিন, সিডনী, বুধবার, ৭ সেপ্টঃ ২০১১ (www.karnafuli.com)